বিএসইসি নিউজলেটার
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
৪র্থ সংখ্যা | বর্ষ ২ | তারিখ : ১৫/০৯/২০১৯খ্রি./ ৩১ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিএসইসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

বিএসইসিতে অনুষ্ঠিত সমন্বয় ও মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী, শিল্প সচিব ও চেয়ারম্যান, বিএসইসি

বিএসইসি'র পরিচালকবৃন্দ, অতিথিবর্গ এবং বিএসইসি'র কর্মকর্তা-কর্মচরির এক অংশ

২০-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখে বিএসইসি'র সভা কক্ষে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর সাথে বিএসইসির কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দের একটি সমন্বয় ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান।

সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী বলেন যে, বর্তমান বিশ্ব অনেক বেশি প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এজন্য টিকে থাকতে হলে আমাদের মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে যেতে হবে। রাজপথ বন্ধ করার দিন পার করে এসেছি। এখন আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা শ্রমিদের প্রয়োজন বুঝি। এজন্য দাবি দাওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন শ্রমিক কাজ হারাবেন না, সরকারের আর কোন প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হবেনা- এ গ্যারান্টি দিতে পারি। করপোরেশন সবার রুটি রুজির ব্যবস্থা করে। এজন্য শৃঙ্খলা, সততা ও দেশপ্রেমের সাথে কাজ করে যেতে হবে। আগামি প্রজন্মের জন্য উদাহরণ রেখে যেতে হবে। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, শ্রমিকদের ভেতরে বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের কারণে সরকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রুগ্ন অবস্থায় দাড়িয়েছে। তারা কাজ করলে এ সব প্রতিষ্ঠান অলাভজনক হতো না, ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হতো না। মন্ত্রণালয়ে কোন ফাইল আটকে থাকেনা। আপনাদেরকেও

মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম বক্তব্য রাখছেন

মন্ত্রণালয়ের সাথে তালমিলিয়ে কাজ করতে হবে। শ্রমিক/ কর্মচারীদের মনে রাখতে হবে এগুলো আপনাদের প্রতিষ্ঠান। আর যাতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ না হয়, জমি যাতে বেহাত না হয় সেদিকে শ্রমিক/ কর্মচারীদেরদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আপনাদের একান্ত চিত্তে কাজ করে যেতে হবে। প্রশাসনের কাজে শ্রমিকদের হস্তক্ষেপ করা চলবেনা। যিনি ভালো কাজ করবেন তার পদোন্নতি হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে শ্লোগান বেমানান। এখানে মিছিল শ্লোগানের কোন প্রয়োজন নেই। কাজের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আর্দশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মিছিলে না গিয়ে কাজ করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করে রপ্তানির দিকে যেতে হবে। শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনে ধাপে ধাপে উন্নতি করতে হবে। দুই হাতকে কাজে লাগালে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হবে, দেশের উন্নতি হবে, বঙ্গবন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। বিনা কাজে ওভার টাইম দেওয়া যাবে না। সুশৃঙ্খল ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীন ভাবে কাজ করবে। কোন বাঁধা বিপত্তি থাকবেনা। তবে ট্রেড ইউনিয়নের নামে কাজ বন্ধ করা যাবেনা। সবাইকে কাজ করতে হবে। নেতাদের আরো বেশি কাজ করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। দিনের কাজ দিনে শেষ করতে হবে। কাজ পেন্ডিং রাখা যাবে না। বিএসইসিতে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচরিদের জন্য বাসা বাড়ি নির্মানের জন্য কোথায় জমি রয়েছে তা খুঁজে বের করে প্রকল্প দাখিল করতে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা শ্রমিকদের মুখে শ্লোগান নয় হাসি দেখতে চাই। নতুন প্রজন্মকে ভালো কিছু উপহার দিতে চাই।

মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, বক্তব্য রাখছেন

মাননীয় শিল্প সচিব তাঁর বক্তব্য বলেন, ডিপিএম এর সুবিধা বহাল রাখার জন্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তবে করপোরেশন হিসেবে টিকে থাকতে হলে কাজের স্টাইলে পরিবর্তন আনতে হবে। বিক্রি বৃদ্ধির জন্য মার্কেটিং কৌশল অনুসরণ করতে হবে। এখন পত্র দিয়ে বসে থেকে বাজার দখল করতে পারবেন না। বর্তমানে সংসদ অধিবেশন চলছে। প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের জন্য অসুবিধার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতায় তা উপস্থানের জন্য নোট প্রেরণ করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পূর্বের সকল সুবিধা বহাল রাখার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দ্রুত এনবিআরের কাছে পত্র প্রেরণ করতে হবে। উক্ত সভায় বিএসইসি'র সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন বিএসইসি'র পরিচালক (বণিজ্যিক) জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ। এছাড়া বিএসইসি'র বিভিন্ন চলমান ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আশিকুর রহমান। তিনি জানান, বিএসইসিকে শক্তিশালীকরণ ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মেশিনারিজ আধুনিকায়ন এবং নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে ৬২৮,৯০.৭৭ লক্ষ টাকার মোট ৭ (সাত) টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প গুলি যথাক্রমে এলইডি লাইট (সিকেডি) অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল, প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ। তিনি আরও জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিঃ ও সৌদি কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন লিঃ এর মধ্যে ১০০ (একশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৫০ কোটি টাকা) বিনিয়োগে Transformers, Lifts, Elevators, Precision Engineering Products উৎপাদনের কারখানা তৈরীর লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সৌদি আরবের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী'র নেতৃত্বে সৌদি প্রতিনিধি দলের সাথে ০৭/০৩/২০১৯ তারিখ Riyadh Cable Group Company এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সভাটি পরিচালনা করেন বিএসইসি'র পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) জনাব খালেদ মামুন চৌধুরী।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বক্তব্য রাখছেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্ম বার্ষিকী আড়ম্বরভাবে পালনের নিমিত্ত বিএসইসি'র কর্মপরিকল্পনা

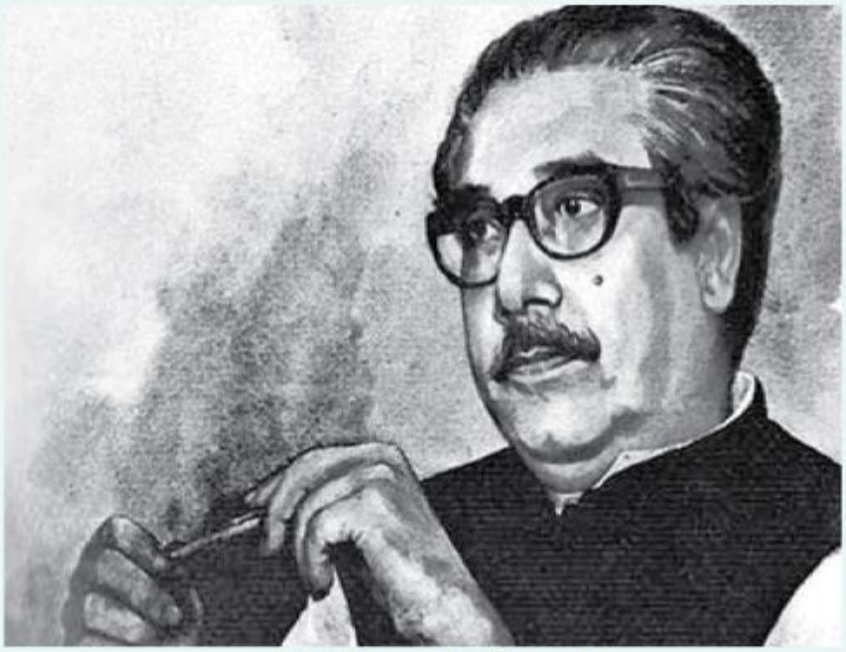

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত এই নেতা ১৯২০ সালের ১৭মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালনের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুসরনের পাশাপশি বিএসইসি ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো- বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্পণ, বঙ্গবন্ধুর স্লোগান সমৃদ্ধ পোষ্টার/ব্যানার তৈরী ও প্রদর্শন, বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের সম্মূখে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা, শিশু কিশোর সমাবেশ ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন, আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রেডিও ও টিভিতে পণ্য প্রচারের সাথে বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার ও উদ্ধৃতকরণ, বিএসইসি'র ওয়েব সাইটে বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রচার করা, দাপ্তরিক পত্রসমূহে বঙ্গবন্ধুর বাণী স্থায়ীভাবে উৎকীর্ণকরণ, ২০২০ সালের প্রতি শুক্রবার বিএসইসি'র মসজিদে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা, বিএসইসি'র মেধাবৃত্তি বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতা এবং কর্মক্ষেত্রে তার প্রয়োগ বিষয়ক ১২ মাসে ১২টি আলোচনা সভার আয়োজন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক কলোনীতে খেলাধূলার আয়োজন, আলোক সজ্জাকরণ ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা।

বিএসইসিতে জাতীয় শোক দিবস পালিত।

বিএসইসিতে স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হলো। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য শাহাদত বরণকারী পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের আত্মার শান্তি কমানা করে বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দোয়া মহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

বিএসইসি ভবনস্থ মসজিদ প্রাঙ্গনে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বিএসইসি'র সকল শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ

বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠান।

ইস্টার্ন টিউবস লি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

এটলাস বাংলাদেশ লি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ইস্টার্ন কেবলস লি.- এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

গাজী ওয়্যারস লি.-এর কোরআন তিলওয়াত ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান

ন্যাশনাল টিউবস লি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

জিইএমকোলি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি.,-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.-এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বিএসইসি'র সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গত ২৩/০৬/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ও মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন এবং সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বর্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদিত হয়। উল্লেখ্য যে, এপিএ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গত ২০/০৬/২০১৯ তারিখে বিএসইসি'র অধীন চালু ০৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের (এটলাস বাংলাদেশ লি., ন্যাশনাল টিউবস লি., বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি., ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি., ইস্টার্ন টিউবস লি., প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., গাজী ওয়্যারস লি., ইস্টার্ন কেবলস লি. এবং জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচরিং কোম্পানী লি.) ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ চেয়ারম্যান, বিএসইসি'র সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বর্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বক্ষর করেন।

বিএসইসি'র সাথে আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সাথে বিএসইসি'র চট্টগ্রামস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.-এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.-এর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা করছেন

গত ০৬/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রগতি। সে প্রগতি এখন বিশাল অবস্থানে আছে। সরকারের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রগতি অন্যতম। প্রগতি সামনে যে গাড়ি বানাবে সবাই সেগুলো ব্যবহার করবে। আমাদের দেশের যে এজেন্সি রয়েছে তারা বিদেশি গাড়ি ছেড়ে আবার প্রগতির পেছনে দৌড়াবে। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, ইতোমধ্যে প্রগতিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শ্রমিক ও কর্মকর্তাকে স্ব স্ব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। বাজারে প্রগতির অবস্থান অন্যদের চেয়ে ভাল। বাজারে গাড়ির যে চাহিদা রয়েছে তা মেটাতে সক্ষম হবে। বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান বলেন, প্রগতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকটও গাড়ি সরবরাহ করবে। প্রগতির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. তৌহিদুজ্জামান বলেন, প্রগতি প্রতিষ্ঠার ৫২ বছর অতিক্রম করেছে। দেশের গাড়ি সংযোজন খাতে একমাত্র শতভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রগতি। এ প্রতিষ্ঠানটি এককভাবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে দ্রুততার সাথে ৪ হাজার ৫০০ গাড়ি সরবরাহ করে সড়ক পরিবহন খাতকে সমৃদ্ধ করে আসছে। এতে দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে প্রগতি। বিগত কয়েক বছর যাবত গড়ে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা হারে সরকারকে রাজস্ব প্রদান করে আসছে। তিনি আরো বলেন, পুরাতন ম্যানুয়েল পদ্ধতির উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিশ্বমানের আধুনিক অটোমেটিক অ্যাসেম্বলীং প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে ঢাকার তেজগাঁও-এ পিআইএল এর মালিকানাধীন ১ দশমিক ৫০ একর জায়গায় ৩৮৬ কোটি ৮২ লাখ টাকায় নির্মাণ হচ্ছে ৩৭ তলা বিশিষ্ট সার্ভিস সেন্টার। এছাড়া মেগা প্রকল্পের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে চট্টগ্রামের ইকোনমিক জোন মিরসরাইয়ে ৫০ একর ও নাসিরাবাদে ৪ দশমিক ৩১ একর জায়গায় গাড়ির যন্ত্রণাংশ উৎপাদন কারখানা স্থাপনেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যান্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কোম্পানি বোর্ডের পরিচালক মো. জসিম উদ্দীন রাজীব, চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম, প্রগতির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।

প্রগতি ইন্ডাষ্টিজ লি.-এর "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮" লাভ।

গত ২৮/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে ২৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮" প্রদান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও সনদ প্রত্র দেওয়া হয়। রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ছয় ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি। শিল্পসচিব মো. আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশনের (এনপিও)

"ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮" পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

পরিচালক এসএম আশরাফুজ্জামানসহ বিভিন্ন আমন্ত্রিত কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তৃতীয় বারের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার লাভ করে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর বিএসইসি'র চট্টগ্রামস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কেবলস লি. পরিদর্শন।

ইস্টার্ন কেবলস লি.-এ অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি গত ০৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে বন্দর নগরি চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় অবস্থিত বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও কন্ডাক্টর উৎপাদনকারী বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন কেবলস লি. (ইসিএল) এর কারখানা পরিদর্শন করেন। কারখানা পরিদর্শন শেষে তিনি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)- এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। ইসিএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী উষাময় চাকমা সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ইসিএল এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন। তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি পণ্য ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অনুসরণ করে পণ্য ক্রয় না করা, আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন আকাশচুম্বী আয়কর-ভ্যাট-ট্যাক্স কর্তন, তারল্য সংকট ইত্যাদি সমস্যাদিসহ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিএসইসি-এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান বলেন, ১৯৬৭ সালে নির্মিত প্রতিষ্ঠানটি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অদ্যাবধি সচল থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের একটি সম্পদ হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ইসিএল উৎপাদিত পণ্য বাজারে থাকায় ক্যাবল ও কন্ডাক্টারের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসিএল উত্থাপিত সমস্যাগুলো সমাধানে শিল্প মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ণকৃত ইসিএল অদ্যাবধি সর্বোৎকৃষ্ট গুণগত মান বজায় রেখে ক্যাবল ও কন্ডাক্টর উৎপাদন ও বাজারজাত করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় উত্থাপিত সমস্যাসমূহের বিষয়ে তিনি নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি ইসিএল এর পুরাতন মেশিনারীজ এর পরিবর্তে নতুন মেশিনারীজ স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো উন্নতর অবস্থানে পৌছানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, সরকারের একমাত্র ক্যাবল ও কন্ডাক্টর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় কোনভাবেই বে-সরকারীকরণ বা বন্ধ করা হবে না।

ময়মনসিংহ বিভাগে বিএসইসি'র নিজস্ব বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের শুভউদ্বোধন।

বিএসইসি-এর নিজস্ব বিক্রয় ও প্রদর্শণী কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গত ০২/০৮/২০১৯ খ্রি. তারিখে বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-এর নিজস্ব বিক্রয় ও প্রদর্শণী কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কশিনার জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, এনডিসি, জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ময়ননসিংহ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড ০৩ এর কাউন্সিলর জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম শরিফসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতি করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। শিল্প সচিব বলেন যে, আধুনিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বাজারে পজিশনিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আউটলেট বাড়িয়ে পণ্য মানুষের দোড়গোড়ায় সহজলভ্য করা একটি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে শোরুমে বসে বিক্রয় বৃদ্ধি হবে না। সকল ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ ভোক্তাগণকে আকৃষ্ট করার কৌশলও অবলম্বন করতে হবে। সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার সরকারি অঙ্গীকার রয়েছে। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন(বিএসইসি) সরকারী আইন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বায়ত্বশাসিত করপোরেশন। বিএসইসি এর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয় দ্বারা অর্জিত আয়ের মাধ্যমে বিএসইসি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন-ভাতা এবং রাজস্ব ও মূলধন খাতের ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার থেকে কোন অনুদান বা ভর্তুকি গ্রহণ করা হয় না। বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্য বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা ও ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। উলেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে নিজস্ব পণ্য বিপণন কর্ম-কৌশল প্রণয়ন, সকল বিভাগীয় শহরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্রে বিএসইসি'র নিজস্ব বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার ও ক্রেতাসাধারণকে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠান সমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি যথা বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরেসেন্ট টিউব লাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এনামেল কপার ওয়্যার, ইত্যাদি উৎপাদন করে দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে সহযোগিতা করছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটরসাইকেল ইত্যাদি সংযোজনপূর্বক সরবরাহ করে দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ জিআই/এমএস/ এপিআই পাইপ, এমএস রড, সেফটি রেজর ব্লেড উৎপাদন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য বিএসটিআই ও আন্তর্জাতিক গুণগত মান সম্পন্ন (ISO সনদ প্রাপ্ত) এবং ক্রেতার নিকট সমাদৃত। সরকারী পর্যায়ে এরূপ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের কারণে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রাখছে। তাছাড়া বাজারে পণ্যসমূহের মূল্য নিয়ন্ত্রণে বিএসইসি কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

জিইএমকো এবং ইআরএল এর মধ্যে লিজ দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত।

গত ২১/০৭/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি'র উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লি. (জিইএমকো) এর সাথে ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ এর মধ্যে লিজ দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।

লোকসানী কমিয়ে ক্রমান্বয়ে লাভজনকে পরিনত হচ্ছে বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বিপণন কলা-কৌশল বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

বিএসইসি'র আওতাধীন ন্যাশনাল টিউবস লি. দেশের রাষ্ট্রীয় খাতের একমাত্র এমএস, জিআই এবং এপিআই পাইপ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠনটিতে মূলতঃ তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন কাজে ব্যবহারের জন্য ৩/৪" হতে ৮" ব্যাসের এপিআই পাইপ এবং গৃহস্থালিতে পানি সরবরাহ, সেচ এবং ফায়ার হাইড্রেন্টের কাজে ব্যবহার যোগ্য ১/২" হতে ৪" ব্যাসের জিআই ও এমএস পাইপ উৎপাদন করা হয়। এনটিএল'র উৎপাদিত পাইপের প্রধান ক্রেতা সরকারী মালিকানাধীন পেট্রোবাংলার অধিনস্থ বিভিন্ন গ্যাস কোম্পানী। এছাড়া, ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতাসমূহ এনটিএল'র পাইপ ব্যবহার করে থাকে। দেশে বিদ্যমান গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাস সরবরাহ লাইনে কাজের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ও বিক্রয় আশংকাজনকভাবে কমে যায়। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজরে প্রতিষ্ঠানটির দূর্বল বিপণন ব্যবস্থার কারণেও প্রতিষ্ঠানটির কাঙ্খিত উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যহত হতে থাকে। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটির লোকসান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান সম্ভাবনাময় এই প্রতিষ্ঠানটির লোকসানী কমিয়ে পুনরায় লাভজনকে পরিনত করতে মার্কেটিং ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করাসহ পণ্যের প্রচারে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ ইত্যাদি বিভিন্ন আধুনিক পন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ম পঞ্চম বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, এসডিজি কর্মপরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। বিএসইসি কর্তৃপক্ষের এ নির্দেশনা অনুসরণ করে ন্যাশনাল টিউবস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রোকৌশলী আবুল খায়ের সরদার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে কর্মপরকিল্পনা প্রণয়ন, মার্কেটিং ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পণ্যের প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে নিজস্ব শো-রুম ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণসহ জিআই পাইপ উৎপাদন এবং স্টীল ম্যাটিরিয়াল গ্যালভানাজিং কাজে ব্যবহৃত ন্যাশনাল টিউবস লিঃ-এর দীর্ঘ দিনের বন্ধ দস্তায়ন (গ্যালভানাইজিং) প্লান্ট সংস্কারপূর্বক চালু করা হয়। শিপ বিল্ডিং এবং রিপেয়ারিং প্রতিষ্ঠানে এনটিএল-এর এপিআই পাইপ বিক্রয়ে France-এর Bureau Veritas (BV) নামক International Ship Classification Society-এর Type Approval and Certification সংগ্রহকরণসহ API লাইসেন্স পুনরায় ০২ (দুই) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্ট এবং গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে প্রতিষ্ঠানটির লোকসান ক্রমান্বয়ে কমে লাভজনকে পরিনত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠনটির লোকসান ছিল যথাক্রমে ৭.০৯ ও ৫.৭৪ কেটি টাকা তবে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির লোকসান কমে দ্বারায় ১.৮৮ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠনটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট-ট্যাক্স হিসেবে জমা প্রদান করে ৫.৭৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৬.২৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের আগস্ট'২০১৯ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি লোকসানী কাটিয়ে ৭.৭৬ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের তৈরীকৃত নতুন সংযোজন শেড

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল) বিএসইসি'র আওতাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় খাতের একমাত্র মোটরসাইকেল সংযোজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির সাথে চীনের বিখ্যাত জংশেন মোটরসাইকেল ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিঃ-এর চুক্তির প্রেক্ষিতে এটলাস-জংশেন ব্রান্ড নামে আন্তর্জাতিক মানের মোটর সাইকেল উৎপাদন করছে। ব্রান্ডটি নতুন এবং চীনা পন্য হওয়ায় দেশীয় বাজারে কম মূল্যের ও নিম্নমানের অন্যান্য চাইনিজ ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেলের সাথে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ কারনে প্রতিষ্ঠনটির লোকসান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থা হতে কাটিয়ে উঠতে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২৪/০৫/২০১৮ তারিখে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি.-এর মোটর সাইকেল সংযোজনের নিমিত্ত দুই বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তিতে ১১-০২-২০১৯ তারিখে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি.-এর মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আলোকে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. হতে বিভিন্ন মডেলের মোটরসাইকেলের সিকেডি ক্রয় পূর্বক তা সংযোজন করে বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং অন্যান্য দপ্তরে সরবরাহ প্রদান করছে। এছাড়া চুক্তি অনুযায়ী এবিএল'র নিজস্ব কারখানায় টিভিএস ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল সংযোজনের জন্য অত্যাধুনিক সংযোজন লাইন নির্মাণ কাজ চলছে। আশা করা যায় সংযোজন লাইন নির্মান কাজ আগামী অক্টোবর'২০১৯ মাসের মাঝামাঝি সময়ে শেষ করে, নভেম্বর'২০১৯ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে উৎপাদন কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। উক্ত সংযোজন লাইনের মাধ্যমে নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত আরও বছরে প্রায় ২৫-৩০ হাজার মোটরসাইকেল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফলে এই খাত থেকে বছরে আনুমানিক ২.৫ থেকে ৩.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব হবে। এবিএলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিএসইসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান ও এবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এটলাস বাংলাদেশ লি. পুনরায় লোকসানী কমিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে লাভজনকে পরিনত হবে বলে সকলের প্রত্যাশা। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠনটির লোকসান ছিল যথাক্রমে ৭.০৯ ও ৩.৫৪ কেটি টাকা তবে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির লোকসান কমে দ্বারায় ৩.৩০ কোটি টাকা। এছাড়াও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠনটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট-ট্যাক্স হিসেবে জমা প্রদান করে ৪.৩৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৬.৩৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এবং এটুআই এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত।

বিএসইসি এবং এটুআই এর মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আশিকুর রহমান

গত ০৯/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এবং এককেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম অফিস এর মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব মোঃ আশিকুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ এবং এটুআই প্রোগ্রাম অফিসের হেড অব সোস্যাল ইনোভেশন ক্লাস্টার জনাব মানিক মাহমুদসহ এটুআই এর অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় এটুআই প্রোগ্রামের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক আই-ল্যাব-এর ইনোভেশন, ই-কমার্স প্লাটফর্ম "এক শপ", দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক "এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রাম" এ ৩টি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়।

সভায় জানানো হয় যে, এটুআই এর আই-ল্যাব ইনোভেশন/ উদ্ভাবন ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছে। আই-ল্যাব এমন কিছু প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করেছে, যা একদিকে জনবান্ধব ও উপকারী অপরদিকে কষ্ট ইফেক্টিভ। আই-ল্যাবের অনেকগুলো ইনোভেশন রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

১. এ্যাম্বুলেন্সঃ এটুআই জানায় এ্যাম্বুলেন্স ভার্সন-১ এর সফলতার কারণে ভার্সন-২ তৈরি করা হয়েছে। এতে স্থাপন করা হয়েছে ২২০ সিসির ইঞ্জিন, যা চায়না থেকে ক্রয় করা হয়েছে। চেসিস থেকে শুরু করে বাকি অংশ এটুআই কর্তৃক তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে কক্সবাজারের উখিয়াতে যে, পরিক্ষামূলকভাবে চলছে। বর্তমানে এর অনেক চাহিদা রয়েছে। ইউএনএফপিএ-এর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন চেসিসযুক্ত এ্যাম্বুলেন্সের চাহিদার ভিত্তিতে ভার্সন-৩ তৈরি করা হয়, যা সম্পূর্ণ কনভার্টেড। ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে এ ধরণের (ভার্সন-২) একটি করে এ্যাম্বুলেন্স প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

২.ইনকিউবেটরঃ এটি দেশে প্রথম পোর্টেবল ইনকিউবেটর যা, খুব সহজেই বহনযোগ্য এবং কষ্ট ইফেক্টিভ হওয়ায় দেশের প্রতিটি জেলা/উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সের পাশাপাশি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ক্লিনিকেও স্থাপন করা সম্ভব।

৩. স্মার্ট সাদাঃ ছড়ি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য স্মার্ট সাদা ছড়ি উৎপাদন। এছাড়া সভায় বলা হয়, এটুআই প্রোগ্রামে ই-কমার্স প্ল্যাটফরম "এক শপ (https://ekshop.gov.bd/)" নামে ই-কমার্স সাইট চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের ৬৫% মানুষ এখনো গ্রামে বসবাস করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে যতগুলো ই-কমার্স সাইট চালু হয়েছে সবগুলোই শহর কেন্দ্রিক জনগনকে টার্গেট করে করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় ই-কমার্স সেবা পৌছে দেওয়ার জন্য "এক শপ" তৈরি করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশে এটুআই প্রোগ্রামের অধীনে ৫,২০০+ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে ৩,২০০+ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এক শপের মাধ্যমে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের নিকট ই-কমার্স সেবা পৌছে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বড় বড় ই-কমার্স প্লাটফরমগুলো (দারাজ ইত্যাদি) "এক শপ"-এর সাথে যুক্ত। এছাড়া বিশ্বের লিডিং ৪টি ই-কমার্স প্লাটফরমের সাথে "এক শপ" সংযুক্ত। দেশের বড় বড় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান "এক শপ" এর মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রয় করছে। সভায় মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটুআই জানায় যুবসমাজের দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রাম। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে কাজ শেখার জন্য একটি সফল পদ্ধতি। এ বিষয়টি নিয়েও তারা কাজ করতে আগ্রহী। সভায় আলোচনান্তে বিএসইসি'র পক্ষ হতে এটুআই প্রোগ্রামের প্রযুক্তিগত সহায়তায় বিএসইসি বাণিজ্যিকভাবে টেকসই এ্যাম্বুলেন্স তৈরি ও তা বাজারজাতকরণ, ইনকিউবেটর এবং সাদাছড়ি তৈরির উৎপাদন ও বিপণনের কার্যক্রম গ্রহণ, বিএসইসি'র উৎপাদিত সকল পণ্য বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে "এক শপ (https://ekshop.gov.bd/)" অবিলম্বে সংযুক্তকরণসহ বিএসইসির চাহিদার ভিত্তিতে এটুআই প্রোগ্রাম বিএসইসির জন্য একটি ই-কমার্স প্লাটফরম তৈরি, এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে এ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রাম চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত এটুআই প্রতিনিধিসহ বিএসইসি ও আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন।

বিএসইসি দক্ষ জনবল তৈরী এবং জনবলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে গত এপ্রিল হতে জুলাই'২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অফিস ব্যবস্থাপনা, হিসাব ব্যবস্থার কৌশল ও প্রয়োগ, বিপনন ব্যবস্থার কৌশল ও প্রযোগসহ শিক্ষানবীশ কর্মকর্তাবৃন্দের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে মোট ১০১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ সময়ে বিভিন্ন সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে আরো কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বিপনন ব্যবস্থার কৌশল ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

বিপনন ব্যবস্থার কৌশল ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান

বিপনন ব্যবস্থার কৌশল ও প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

বিএসইসি'র বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

বিএসইসিকে শক্তিশালীকরণ, জাতীয় অর্থনীতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও এসডিজি বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে ৭টি প্রকল্প যথাক্রমে ইস্টার্ন টিউবস লি. এর এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বলিং প্লান্ট স্থাপন, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ, বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি.-এর ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ এবং নিজস্ব অর্থায়নে প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ADP-তে বরাদ্দহীন অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় আরো ৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পসমূহ হলো -ফিজিবিলিটি স্টাডি অব নর্দান এগ্রো মেশিনারিজ প্রজেক্ট-বগুড়া, মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল এর ফিজিবিলিটি স্টাডি, পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোজেক্ট ইন এবিএল।

প্রকল্পের নাম ঃ এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেমব্লিং প্লান্ট ইন ইটিএল (ইস্টার্ন টিউবস লি.)

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনের ছবি

ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ-এর কারাখানায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি ও অটোমেশন এবং পণ্যের বহুমূখীকরণের আওতায় অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের লক্ষ্যে 'এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বিলিং প্লান্ট ইন ইটিএল' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভবন নির্মাণসহ আধুনিক মেশিনারীজ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আশাকরা যায়, ডিপিপিতে উল্লেখিত সময়সূচি ডিসেম্বর' ২০১৯ এর পূর্বেই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শেষ হবে এবং উৎপাদনে যাবে। উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর গত প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে এটিই এডিপিভুক্ত প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮.২৮ কোটি টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইস্টার্ন টিউবস লি.-এ

দেশব্যাপী ডিলার নিয়োগ চলছে।
সারাদেশে আকর্ষনীয় কমিশনে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ চলছে।

যোগাযোগ ঃ ০১৭১২ ০৯৩৩৬৬
০১৮২২ ১৩৪৭৭৭

কমার্শিয়াল স্পেস ভাড়া হবে

আপনি কি আধুনিক ও সুপ্রশস্ত পরিসরে নিরিবিলি পরিবেশে রাজধানীর প্রাইম লোকেশনে অফিস নেয়ার কথা ভাবছেন ?

আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ২৪ ঘন্টা লিফ্ট সুবিধা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সম্বলিত ও সার্বক্ষণিক গাড়ী পার্কিং সুবিধাসহ তুলনামূলক কম রেটে আধুনিক ও প্রশস্ত ফ্লোর স্পেস ভাড়া প্রদান করা হবে।

তাহলে চিন্তা না করে, আজই যোগাযোগ করুন-

স্থানঃ বিএসইসি ভবন

ঠিকানা ঃ ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
যোগাযোগ ঃ ০২-৪৮১১০৬৭২, ০১৮৭২-৮০১৮৬৬, ০১৭১০-৭৫৮৮১৭, ০১৭১৪-৩৩৬৭৮৮।

প্রকল্পের নাম ঃ বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লি.-এর ডিসপোসেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন

বিএসইসি'র নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে ইংল্যান্ডের মেসার্স উইলকিনসন সোর্ড -এর সহযোগিতায় ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়। পরীক্ষামূলক উৎপাদন শেষে ০১-০৭-১৯৮৫ তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে। দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরাতন এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটির মেশীনারীজ-এর আয়ুস্কাল শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিটিতে উৎপাদন অব্যাহত থাকলেও এর মাধ্যমে পণ্যের কাঙ্খিত মান বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এছাড়া মেশীনারীজসমূহ পুরাতন হওয়ায় সিস্টেমলস বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অপচয় বেড়ে যাওয়ায় পন্যের উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজারে প্রাপ্ত কম মূল্য ও নিম্নমানের ব্লেড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি. কে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে "ডিসপোসেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনিকায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ০৩/০২/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫.০১ কোটি টাকা। যার জিওবি ৯০% ও ১০% নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল অক্টোবর' ২০১৮-সেপ্টেম্বর' ২০২০।

প্রকল্পের নাম ঃ গাজী ওয়্যারস লি. কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ

১৯৬৬ সালে স্থাপিত গাজী ওয়্যারস লি.-এর ৫০ বছরের বেশি পুরাতন মেশিনারিজ প্রতিস্থাপন করে পরিবেশবান্ধব সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিনারী ও ডিজেল জেনারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস, অধিকতর লাভজনক করা এবং আধুনিক কারখানা ভবনসহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "গাজী ওয়্যারস লি. কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ০৩/১২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৭/০৩/২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান। সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮.৯৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়েছে অক্টোবর'২০১৮-ডিসেম্বর'২০২১।

প্রকল্পের নাম ঃ প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি.-এর ঢাকার তেজগাঁওস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩৭ তলা ভিত্তি বিশিষ্ট ১৪ তলা বাণিজ্যিক ভবন কাম সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১৮/০২/২০১৯(১ম সংশোধিত) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, ভবনের ডিজাইন, ড্রইং এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত, শিল্প প্লটকে বাণিজ্যিক শ্রেণিতে রুপান্তর, রাজউক হতে বিশেষ প্রকল্প ও ভবন নির্মাণ ছাড়পত্র অনুমোদন, অর্থবিভাগ হতে আর্থিক ছাড়পত্র সনদ প্রাপ্তিসহ সিভিল এভিয়েশন হতে ৫০০ ফুট উচ্চতার ছাড়পত্র ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০৭/০৫/২০১৯ তারিখে Invitation for Pre-qualification (IFT) বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের ফলে গাড়ি ক্রেতা ও অন্যান্যদের দ্রুত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে নিজস্ব সার্ভিসং সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে পিআইএল এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি বছর ১৫০০০ টি গাড়ির সার্ভিসিং সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। এরফলে বিক্রয়কৃত গাড়ির বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে। এছাড়াও ১৪ তলা ভবনটির ২৬৪,০০০ বর্গফুট এলাকা বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করা যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ন নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮৬.৮২ কোটি টাকা, যার বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি' ২০১৬ থেকে জুন' ২০২৩ পর্যন্ত।

বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন-অগ্রগতি সংক্রান্ত সভা

প্রকল্পের নামঃ বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পবিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পবিবেশ বান্ধব জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাক সম্ভাবত্য যাচাইয়ে পরিবেশ বান্ধব শিপ ব্রেকিং শিপ ইয়ার্ড এবং মডেল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী টেকসই শিল্প স্থাপন, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক বিবেচনায় প্রকল্প স্থাপনের জন্য বরগুনা জেলার উপযুক্ত অবস্থান নির্ণয়, হাইড্রোগ্রাফিক এবং ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় নেভিগেশনাল অবস্থা জানা, প্রাথমিক প্রযুক্তিগত নকশা, প্রাথমিক মাস্টার পরিকল্পনা, অ্যাক্সে চ্যানেল এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ।

সম্ভাব্যতা যাচাই-এর ফলাফল ঃ

- প্রস্তাবিত প্রকল্প সাইটের অবস্থান নির্ধারণ (সামুদ্রিক এবং ভূমি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে)
- সাইটের হাইড্রোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া
- প্রকল্প স্থাপনের জন্য নকশা তৈরী (জাহাজের ধরন, চ্যানেল অবস্থা, জাহাজের কাঠামোগত চাহিদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে)
- তথ্য সংগ্রহ এবং একটি পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন তৈরী
- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ান (ইআইএ) পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরী

প্রকল্প মেয়াদ ঃ অক্টোবর'২০১৮ হতে ডিসেম্বর' ২০১৯

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪.৯৮ কেটি টাকা (জিওবি অর্থায়ন)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- প্রকল্পটি ১২/১১/২০১৮ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড আধুনিকায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই;
- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন;
- মেশিনারিজ, কাঁচামাল, অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা, সুরক্ষা ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ;
- কারখানার শেড নির্মাণ, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রাথমিক ড্রয়িং ডিজাইন তৈরি;
- কারখানা তৈরির লে-আউট তৈরি;

প্রকল্পের ফলাফলঃ

- কাঁচামাল, পণ্য, পণ্যের ডেসপাচ এবং প্লান্ট এর জন্য সাইট এলাকা নির্ধারণ;
- ডাটা কালেকশন;
- IRR, NPV, BCR, ERR, SWOT এনালাইসিস;
- বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর পাশাপাশি সমগ্র প্রকল্পের কম্পনেন্ট ভিত্তিক কস্ট এস্টিমেশন;
- একটি আধুনিক স্টিল মিল ফ্যাক্টরীর জন্য মাস্টার প্লান তৈরি;
- ইআইএ (Environmental Impact Assessment) এর রিপোর্ট তৈরি;

প্রকল্প মেয়াদ ঃ এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২০।

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ প্রকল্প ব্যয় ৩০৮.৪৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- পরামর্শক নিয়োগে EoI আহবান করা হয়েছে। EoI এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা নির্ধারনে মূল্যায়নের কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের নামঃ রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে পুরানো ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত রাসায়নিক পদার্থসমূহ নিরাপদ স্থানান্তর ও আপদকালীন সময়ে সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ;
- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন দাহ্য ও উদ্বায়ী পদার্থের নিরাপদ সংরক্ষণ;

প্রকল্পের ফলাফলঃ

- কাঁঠালদিয়া, টঙ্গী, গাজীপুরে ৩৫'×৩৫'×১৫' আকারের ৫৩ (তিপান্ন) টি গুদাম ও গুদাম সংশ্লিষ্টদের জন্য ৭২'×৩৬' আকারের তিন তলা বিশিষ্ট ২ টি অফিস ভবন নির্মাণ;

প্রকল্প মেয়াদ ঃ ০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ প্রকল্প ব্যয় ৯১৭৪.৪৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি (অনুদান) অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- পরামর্শক নিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান।

প্রকল্পের নামঃ পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের শিল্প শ্রম নিবিড় শিল্প এবং এটি কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় প্রাক সম্ভাবত্য যাচাইয়ে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের মডেল প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী টেকসই শিল্প স্থাপন, পরিবেশগত ও সামাজিক দিক বিবেচনায় প্রকল্প স্থাপনের জন্য পটুয়াখালী জেলার উপযুক্ত অবস্থান নির্নয়, হাইড্রোগ্রাফিক এবং ভূতাত্ত্বিক বিবেচনায় নেভিগেশনাল অবস্থা জনা, প্রাথমিক প্রযুক্তিগত নকশা, প্রাথমিক মাস্টার পরিকল্পনা, অ্যাজেস চ্যানেল এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ।

সম্ভাব্যতা যাচাই-এর ফলাফল ঃ

- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জাহাজ নির্মাণের লেআউট প্লান্ট প্রণয়ন এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিস্তারিত তথ্য
- যৌক্তিক ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন
- প্রকল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির স্পেশিফিকেশন প্রস্তুত করা
- লে-আউট প্লান্ট অনুসারে প্রকল্পের বিভিন্ন সিভিল এবং যান্ত্রিক উপাদানগুলির বিস্তারিত কাঠামোগত বিশ্লেষণ তৈরী
- প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী (component-wise detail cost break-up) প্রস্তুত
- প্রকল্পের লেআউট অনুযায়ী civil components এর কাঠামোগত ডিজাইন ও ব্যয় নির্ধারণ করা
- প্রস্তাবিত স্থানের হাইড্রোগ্রাফিক, ভূতাত্ত্বিক দিক এবং জলবায়ুর অবস্থা জানা
- প্রস্তাবিত স্থানের নেভিগেশনাল দিক অবহিত হওয়া
- অ্যাক্সেস চ্যানেলে সম্পর্কে অধ্যায়ন
- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বিদ্যমান জনসাধারণের পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত
- শিপ ইয়ার্ড ডিজাইনের জন্য (জাহাজের ধরন, চ্যানেলের প্রয়োজনীয়তা, জাহাজের কাঠামো সংক্রান্ত কাঠামো, শিপইয়ার্ডের আকার-এর ভিত্তিতে) অবস্থা জানা
- স্থানীয় জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের জন্য স্লিপওয়ে প্রস্তুত
- প্রযুক্তিগত, আর্থিক এবং অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা নির্নয়
- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) পরিকল্পনা চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী।

প্রকল্প মেয়াদ ঃ জানুয়ারী ২০১৯ - জুলাই ২০১৯

অর্থায়ন ও প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪.৯৮ কোটি টাকা (জিওবি অর্থায়ন)

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ গত ২৫-০৮-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের নামঃ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল) এর পণ্যবহুমুখীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণতকরণ ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী টেকসই সিলিং ফ্যান ম্যানুফ্যাকচারিং প্রজেক্ট ইন এবিএল শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে করার জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

❖ **কার্যক্রম ঃ** প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.-এর স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ীর এসেম্বলিং প্লান্ট স্থাপন।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

গাড়ীর এসেম্বলিং এর আধুনিক প্লান্ট স্থাপনের জন্য কলসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহবান করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নপূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ০৭/০৫/২০১৯ তারিখে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে RFP (Request for Proposal) documents প্রেরণ করা হয়েছে। দুইটি প্রতিষ্ঠান হতে RFP (Request for Proposal) পাওয়া গেছে। বর্তমানে RFP মূল্যায়নের কাজ চলছে।

❖ **কার্যক্রম ঃ** ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড এর কারখানা আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারন কার্যক্রম।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

২৪-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত এনটিএল কোম্পানী বোর্ডের ৫১৩তম সভায় "স্মার্ট পাইপ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং BMRE করণের জন্য ডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্টাডি'র নিমিত্ত এনটিএল, বিএসইসি ও এর অধিনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়পূর্বক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটি কর্তৃক BMRE এর ড্রাফট ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত ডিপিপি এনটিএল কোম্পানী বোর্ডে উপস্থাপন করা হলে কিছু সংশোধনের নির্দেশনা দেয়া হয়। নির্দেশনা মতে পুনরায় ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম চলমান।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিএসইসি।

মিজানুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বে গঠিত সরকার যুদ্ধ বিধস্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকিস্তানিদের পরিত্যাক্ত ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানসহ ৫৮০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করেছিলেন। জাতীয়করণ অধ্যাদশ পিও ২৭, ১৯৭২ আদেশে ১ জুলাই ১৯৭২ এ বাংলাদেশ ষ্টীল মিলস করপোরেশন এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ করপোরেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ দুটি প্রতিষ্ঠান একীভুত করে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন গঠিত হয় এবং দুইটি করপোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহরে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রনাধীন ও তত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহন করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে শিল্পসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশের শিল্পায়নের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্নের উপর ভিত্তি করেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নত দেশ অর্থই হলো শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

বিএসইসি'র অধীন ৬৩টি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। পূর্ববর্তী সময়ের বিরাষ্ট্রীয়করণ, মূল মালিককে ফেরত প্রদানসহ ইত্যাদি কারণে বিএসইসি'র অধীন বর্তমানে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু এবং ৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিনের বহু পুরাতন মেশিনারীজ দিয়ে বহুকষ্টে এখনও চলছে যা দ্রুত আধুনিকায়ন করা দরকার তাছাড়া সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে টেকনোলজী/প্রযুক্তি পরিবর্তন হয়েছে তাও আয়ত্ব করা প্রয়োজন। দীর্ঘদিন পর অবশেষে বর্তমান সরকার- এ খাতকে বিনিয়োগ করছে। ইতোমধ্যে বিএসইসি'র ৭টি প্রকল্পে জিওবি ২৩,৯৫৮.৭৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে।

চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ এবং ইস্টার্ন কেবলস লিঃ এর ৪৯% শেয়ার অফলোডকৃত। বাকী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ইস্টার্ন টিউবস লি., গাজী ওয়্যারস লি., জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোং. লি., প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরি লি., এবং ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লি. এর ১০০% শেয়ার বিএসইসি'র তথা সরকারের। এছাড়া ২০১৩ সালে জাপানের হোন্ডা (৭০% শেয়ার) ও বিএসইসি (৩০% শেয়ার)-এর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাংলাদেশ হোন্ডা লিঃ স্থাপন করা হয়েছে।

দেশের রাষ্ট্রীয় খাতের করপোরেশনগুলির মধ্যে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনই (বিএসইসি) একমাত্র লাভজনকভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠাসমূহ ৭৩৩.৫৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ৯২০.৮০ কোটি টাকা বিক্রয় করে ৬৬.১৭ কোটি টাকা মুনাফা (করপূর্ব) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৪৮৪.৮৮ কোটি টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্স) প্রদান করেছে।

বিএসইসিকে শক্তিশালীকরণ ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মেশিনারিজ আধুনিকায়ন এবং নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬২৮,৯০.৭৭ লক্ষ টাকার মোট ৭ (সাত) টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প গুলি যথাক্রমে এলইডি লাইট (সিকেডি) অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল, প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ, গাজী ওয়্যারস্ লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ, ডিসপোজেবল রেজর ব্লেড প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্ট আধুনি-কায়ন, ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকীকরণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ। বৈদেশিক বিনিয়োগ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানী লিঃ ও সৌদি কোম্পানী ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন লিঃ এর মধ্যে ১০০ (একশত) মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৮৫০ কোটি টাকা) বিনিয়োগে Transformers, Lifts, Elevators, Precision Engineering Products উৎপাদনের কারখানা তৈরীর লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এছাড়াও প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লি. এ স্বয়ংসম্পূর্ণ গাড়ীর এসেম্বলিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য কলসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে EOI আহবান করা হয়েছে। দেশের একমাত্র এপিআই পাইপ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল টিউবস লি. এ স্মার্ট পাইপ ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং BMRE করণের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এটুআই (একসেস টু ইনফরমেশন) প্রোগ্রাম অফিসের কারিগরি সহযোগিতায় প্রগতির কারখানায় ব্যয় সাশ্রয়ী এ্যাম্বুলেন্স উৎপাদন, ন্যাশনাল টিউবস লি. এ ব্যয় সাশ্রয়ী পোর্টেবল ইনকিউবেটর ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য স্মার্ট সাদা ছড়ি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরের সার্বিক কার্যক্রম -

সাময়িক তথ্য

বিএসইসি'র এ অগ্রগতি'র ধারাকে সচল রাখতে এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, এডিজি, ৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে পর্যাক্রমে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি আধুনিকায়ন, নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও পণ্যবহুমুখী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আশাকরা যায়, অদূর ভবিষ্যতে বিএসইসি দেশের শিল্পায়নে আরো কার্যক্রর ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

শিল্পসমৃদ্ধ উন্ন বাংলাদেশ গড়তে হলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য বাংলাদেশকে প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে হবে। যেমনি আধুনিক প্রযুক্তি আনতে হবে তেমনি নিজেদের প্রযুক্তি তৈরী করে রপ্তানি করতে হবে, সে কারনে নিজেদের শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত করে তৈরী হতে হবে। সুনির্ধারিত দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু হবে বলে আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

এক নজরে বিএসইসি'র চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৯.৬২ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ১১০.৩১ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৬৭ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ জংশেন ব্রান্ড মটর সাইকেল
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৭০০০
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ০.৮৯ একর
- ✓ মূলধন ঃ ০৪.০০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৭৮ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সোর্ড ব্লেড (শেভিং ব্লেড)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩.৭৫ কোটি পিছ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই সনদ প্রাপ্ত, ISO9001 ঃ 2008

ন্যাশনাল টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৪.৩১ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৪৪.৬৭ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২০২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এপিআই, এমএস ও জিআই পাইপ
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১০০০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ এপিআই এবং আইএসও ৯০০১ঃ২০০৮ সনদপ্রাপ্ত

ইস্টার্ন টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.০২ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩৩ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন ওয়াটের টিউব লাইট, সিএফএল বালব, এলইডি বালব
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ টিউব লাইট ৪.৮০লাখ ও সিএফএল বালব ১.৫ লাখ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ BSTI, ISO9001 ঃ 2008

ইস্টার্ন কেবলস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৭ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৭২.১৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৩২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ জার্মান ষ্ট্যান্ডার্ড, ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও ISO9001 ঃ 2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ড
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৪.৭৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২৮.৮৩ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৩৪০ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ প্রকার যানবাহন
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৩০০টি যানবাহন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

গাজী ওয়্যারস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৩.৮৯ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.৮০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৫৭ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সুপার এনামেল তামার তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৬০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড, যা ISO9001ঃ2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৯ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১০০.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৮২.০৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩৪ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিতরণ ও পাওয়ার ট্রান্সফরমার (৫ এমভিএ পর্যন্ত), এইচটি ও এলটি সুইচগিয়ার, বিতরণ প্যানেলস, ড্রপ আউট ফিউজ, লাইটনিং এ্যারেষ্টর, ইত্যাদি)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৮৭৫ টি
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আইএসও ৯০০১ ঃ ২০১৫

ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ বন্ধ হয় ঃ ১৯৯৪ সালে
- ✓ পুনরায় চালুকরণ ঃ ০৮/০৭/২০১৮
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৭.০০ বিঘা
- ✓ মূলধন ঃ ২.৫০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এমএস রড
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩০০০ মেঃ টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই মান

"সরকারি যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ)-এর সংযোজিত গাড়ী ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান"

- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

"এখন হতে সকল সরকারি procurement-এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল না পাওয়া গেলে বাহির থেকে ক্রয় করা যাবে।"

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
- একনেক সভা

"সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি ক্রয়ের বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা"

- **পাবিলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮**
- **বিধি ৭৬(১)(ছ)**

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ ০২-৯১৪১০৭৩, ০২-৮১৮৬৪১, ০২-৮১২০৫৭৩, ০২-৯১৪০৭৯৬
ফ্যাক্স ঃ ০২-৮১৮৯৬৪২, ই-মেইল ঃ bsecheadoffice@gmail.com
info@bsec.gov.bd, ওয়েব সাইট ঃ www.bsec.gov.bd

সম্পাদনা কমিটি
জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বিএসইসি।
জনাব মোঃ নাজমুল হক প্রধান, সচিব, বিএসইসি।
জনাব মোঃ পান্নু মোল্লা, উপ প্রধান ব্যক্তি প্রশাসন কর্মকর্তা, বিএসইসি।
জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিস্টেম এনালিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ, বিএসইসি।
জনাব নাদিম হোসেন, ব্যবস্থাপক সমন্বয় ও পিএস টু চেয়ারম্যান, বিএসইসি।